তারিখ ... 15 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 6 ...

সংবাদ

মিরসরাইয়ে নিহত ৪৫ শিক্ষার্থী স্মরণে স্মৃতিসৌধ 'অন্তিম' উদ্বোধন

রণজিত্ ধর, মিরসরাই (চট্টগ্রাম) থেকে

মিরসরাই ট্র্যাজেডি স্থলে ৫ বছর পর অবশেষে নির্মাণ হচ্ছে স্মৃতিস্তম্ভ 'অন্তিম'। শোকার্ত স্বজনসহ এলাকার সর্বস্তরের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ সচেতন সমাজের দাবি ছিল 'সেই মরণ খাদে', যেই খাদে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছে ৪৫টি প্রাণ, সেই খাদেই একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা। সকলের এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যাশা দিয়েছিলেন তৎকালীন এমপি ও বর্তমান গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন।

মিরসরাই উপজেলার বড়তাকিয়া আবুতোরাব সড়কের দুর্ঘটনাস্থল সেই রাক্ষুসে খাদের উপর নান্দনিক শৈল্পিকতায় গতকাল বিকেল ৪টায় উক্ত স্মৃতিসৌধ উদ্বোধন করেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুস সালাম, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী দীপক রঞ্জন অধিকারী, জেলা পরিষদের সচিব সাব্বির ইকবাল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়া আহমেদ সুমন,

সায়েম ট্রেডার্সের ঠিকাদার আবদুল্লাহ আল মামুন, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে জিতেন্দ্র প্রসাদ নাথ মন্টু, আলহাজ মহিউদ্দিন রাশেদ, জসিম উদ্দিন, শেখ আতাউর রহমান, জাহাঙ্গীর কবির, স্থানীয় চেয়ারম্যান কবির নিজামী, শাহিনুল কাদের চৌধুরী, জাহাঙ্গীর মাস্টার প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ১১ জুলাই সোমবার এক সঙ্গে একই এলাকার অর্ধশতাধিক স্কুলছাত্র প্রাণ হারিয়েছিল এই রাক্ষুসী খাদে পড়ে। উপজেলার বড়তাকিয়া-আবুতোরাব সড়কের মধ্যবর্তী স্থান সৈদালী গ্রাম এলাকায় অবস্থিত এই খাদ।

এই খাদের পাশ দিয়ে যাওয়া সড়কটিতে চলাচলকারী পথচারীরা সেই খাদের সামনে যাওয়া মাত্রই এখনও থমকে দাঁড়ায়। সেই স্থানে নির্মিত হচ্ছে উক্ত স্মৃতিস্তম্ভ 'অন্তিম'। 'অন্তিম' নির্মাণের জন্য চট্টগ্রামের জেলা পরিষদ থেকে মোট ব্যয় হয় ৩৫ লাখ টাকা। ঠিকাদার আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, উদ্বোধনের পরও অবশিষ্ট কিছু কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

অন্তিম-এর ডিজাইনার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক সাইফুল কবির বলেন, দুর্ঘটনার বছরই স্কুল ক্যাম্পাসের সামনেই নির্মিত হয়েছিল একটি স্মৃতিস্মম্ভ 'আবেগ'। সেটি উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া। তিনি বলেন, সেটিও আমার ডিজাইন তবে 'অন্তিম' এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি কারণ এই শিশুরা প্রাণ হারিয়েছে এখানেই। নির্মাণের জন্য আঁকা নক্শায় দেখা গেছে, বৃত্তাকার বেদির ওপর স্থাপিত মূল স্তম্ভটির (অষ্টভূজ) উচ্চতা ২০ ফুট, তার চূড়ায় শিখা দুই দশমিক পাঁচ ফুট, তিন ধাপ বেদি দুই দশমিক পাঁচ ফুট এবং ভূমি থেকে সর্বমোট উচ্চতা ২৫ ফুট। মূল স্তম্ভকে ঘিরে এক থেকে পর্যায়ক্রমে সাত ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট সাতটি আয়তাকার পিলার সামনে থেকে একপাশ দিয়ে চলে গেছে। সপ্তম পিলারের ওপর থেকে উপ-বৃত্তাকার 'উড়াল' পথে ছয় ধাপের একটি সিঁড়ি মূল স্তম্ভের মাঝামাঝি গিয়ে লেগেছে। ৫ নম্বর পিলারের ওপর থেকে একটি ভাঙা প্লেট মূল স্তম্ভের গায়ে হেলে আছে। মূল স্তম্ভের পাশে একটি আয়তাকার পিলার আছে যেটিতে নিহতদের তালিকা থাকবে। বৃত্তাকার মূল বেদির তিনটি ধাপ থাকবে। তৃতীয় ধাপটির মাঝে বৃত্তাকার জলাধার থাকবে। তৃতীয় বৃত্তাকার ধাপ থেকে তিন ধাপের সিঁড়ি নেমে আসবে সংযোগ সড়কে।

মিরসরাই ট্র্যাজেডিতে সবচেয়ে বেশি ছাত্র নিহত হওয়া আবুতোরাব উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাফর সাদেক বলেন, দুর্ঘটনায় আমাদের স্কুলের ৩৪ জনসহ ৪৫ জন ছাত্র মারা গেছে। তাদের শূন্যতা কখনো পূরণ হবার নয়। ঘটনাস্থলে অন্তিমের নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ায় আমরা অনেকটাই প্রীত বলে জানান তিনি।

মিরসরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ আতাউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী বলেন, এই মিরসরাই ট্র্যাজেডি এক বিভীষিকাময় নাম। ট্র্যাজেডির পর দুর্ঘটনাস্থলে এই স্মৃতিস্তম্ভ 'অন্তিম' এর সঙ্গে আমাদের সংসদ সদস্য গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি জড়িয়ে আছে। আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে সৌন্দর্য বৃদ্ধির আরও উদ্যোগ গ্রহণ করব বলেন তারা।